জলবায়ু ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য নিরূপণঃ
কোনটি অধিক দক্ষ, কার্যকর ও স্বচ্ছ ?

সার-সংক্ষেপ

ড. এ. কে. এনামুল হক
ইশতিয়াক বারী
ড. রুমি শামিন

১০ জুলাই ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

জলবায়ু ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য নিরূপণঃ কোনটি অধিক দক্ষ, কার্যকর ও স্বচ্ছ

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা-নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত

ড. এ. কে. এনামুল হক
ইশতিয়াক বারী
ড. রুমি শামমিন

কৃতজ্ঞতা

এ গবেষণাটি পরিচালনায় টিআইবি'র ফেলোশীপের আওতায় প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং লজিস্টিক সহায়তার জন্য গবেষক দল আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ইউনিট (সিএফজি) এর সিনিয়র ম্যানেজার এম. জাকির হোসেন খান গবেষণাটি সম্পাদনের প্রতিটি পর্যায়ে অবদান রাখায় আমরা তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। পাশাপাশি টিআইবির সিএফজি ইউনিট ও রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তাদের মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করেছেন। স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন টিআইবির সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক ফারহানা ফেরদৌস। বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি বরগুনা, চকরিয়া এবং সাতক্ষীরা সচেতন নাগরিক কমিটি'র সংশ্লিষ্ট কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. ফিরোজ উদ্দিন এবং এরিয়া ম্যানেজার এ. জি. এ জাহাংগীর আলম এবং আবুল ফজল মোহাম্মদ আহাদ সহ অন্যান্যদের স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সহায়তা প্রদানের জন্য। একইসাথে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য আমরা বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) এর কর্মকর্তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এর পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহকারী মাছুদ পারভেজ, মো: মনিরুল ইসলাম, মো: মিজানুর রহমান, মো: জাকারিয়া এবং মো. মাচমেইন মাহমুদ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এর পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের অনেক সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের সদস্য, বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন অংশীদার, নিরীক্ষক, মূল্যায়নকারী এবং গবেষক প্রতিনিধিগণ এই গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহকারী হিসাবে অবদান রেখেছেন, যাদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এ গবেষণায় প্রদত্ত তথ্য এবং মতামত একান্তই গবেষকবৃন্দের দায়।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল-৪ ও ৫)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২)৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২)৯১২৪৭৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

গবেষণার যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে উন্নয়ন অর্থায়নে পরিচালিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টফান্ড এর অধীনে গৃহিত বা বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে কতটুকু সামঞ্জস্য বা ভিন্নতা রয়েছে তা পর্যালোচনা করা। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) মূলত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্যদিকে সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়। অর্থায়নের ভিন্নতার ভিত্তিতে এই গবেষণায় আরো অনুসন্ধান করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলো কি তুলনামূলকভাবে অধিক দক্ষ, কার্যকর, এবং টেকসই? এর বিপরীতে, যদি ভিন্ন অর্থায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল একইরকম হয় তবে প্রকল্প অর্থায়নের দুটো পৃথক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা কতটুকু যৌক্তিক।

গবেষণা পদ্ধতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলোর মধ্যে কতটুকু সামঞ্জস্য বা ভিন্নতা রয়েছে তা নিরূপণের জন্য বেশ কয়েকটি মানদন্ডে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতামতকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মতামত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে প্রকল্পগুলোর চার ধরনের প্রভাবকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (ক) অর্থনৈতিক, (খ) দারিদ্র্য বিমোচন, (গ) সামাজিক এবং (ঘ) সহনশীলতা তৈরি। উল্লেখিত চার ধরনের প্রভাব Likert মানদন্ডে সংগৃহীত মতামতের (গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের) ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে (ক) উপকারভোগী, (খ) স্থানীয় জনগণ (যারা উপকারভোগী নন তারা সহ), (গ) প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজন। এছাড়াও দুই ধরনের প্রকল্পের মধ্যে কতটুকু মিল বা অমিল আছে তা বোঝার জন্য গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতামতকে ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসট্যান্স কমিটি (ডিএসি) প্রদত্ত মানদন্ডের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতার মানদন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার এলাকা ও তথ্য

গবেষণার উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প ভিত্তিক (ক) উপকারভোগী, (খ) স্থানীয় জনগণ (যারা উপকারভোগী নন তারা সহ), (গ) প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণের জন্য একটি জরিপ চালানো হয়। এই জরিপটি বাংলাদেশের চারটি উপকূলীয় জেলা বরগুনা, ভোলা, কক্সবাজার ও সাতক্ষীরার ৩১টি প্রকল্প এলাকায় পরিচালিত হয়। জরিপের আওতায় ১৭ টি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ও ১৪ টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পের অংশীজন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ (যারা উপকারভোগী নন তারা সহ) সর্বমোট ৩৯০ জন উত্তরদাতার মতামত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রায় ৪০০ এর বেশি প্রকল্প থেকে ১৭ টি প্রকল্প (দ্বিস্তরবিশিষ্ট) দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ১০ জন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তাদের মতামত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গবেষণার প্রধান ফলাফল

বিশ্ব জলবায়ু তহবিল প্রবাহ

এখন পর্যন্ত ধনী দেশগুলো প্রায় ৩০.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার দেওয়ার অঙ্গীকার করলেও এর বিপরীতে প্রকৃত অর্থে ২৬.১ বিলিয়ন ইউএস ডলার প্রদান করেছে। প্রদত্ত তহবিল থেকে ১৯.৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাত্র ৬.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার ছাড় করা হয়েছে। নন-এলডিসি বা স্বল্পোন্নত নয় এমন দেশগুলোর জন্যে আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে প্রায় ৭৭% প্রকল্প বরাদ্দ করা হলেও এসব প্রকল্পে ছাড়কৃত অর্থের পরিমান মাত্র ৭৯%। মোট প্রতিশ্রুতির মাত্র ২৩ ভাগ শুধুমাত্র স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ ভাগের বেশি লো-ইনকাম এলডিসি দেশগুলোর জন্য। নন-এলডিসি দেশগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক তহবিলের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রভাব

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতামতকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অর্থনৈতিক প্রভাবের পাঁচটি সূচকের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং গরীব জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমের তুলনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো অধিকতর সহায়ক এবং কার্যকর। তবে প্রকল্প পর্যায়ে অন্য তিনটি অর্থনৈতিক সূচক যথাক্রমে- বৈচিত্রপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধি ও উপজেলার উন্নয়নে দুই ধরনের প্রকল্পের প্রভাবের মধ্যে (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড) কোন ভিন্নতা পাওয়া যায় নি।

দারিদ্র্য বিমোচনে প্রভাব

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভাবের অন্তর্গত সাতটি ভিন্ন সূচকের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ ব্যতিত অন্য ছয়টি সূচকের ফলাফলের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। অন্যদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেচ সুবিধা ও বিদ্যুত সংযোগের প্রসার, উন্মুক্ত জলাধারে মাছ ধরা, মাছ চাষ ও পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে উভয় ধরনের প্রকল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় নি।

সারণী ১: প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে স্থানীয় নাগরিকদের ধারণা

প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে মতামত	অংশগ্রহণকারীদের মতামত (শতাংশে)			
	বিসিসিটিএফ	এডিপি	জলবায়ু পরিবর্তন	উন্নয়ন
	প্রকল্পের প্রভাব		কার্যক্রমের প্রভাব	
অর্থনৈতিক প্রভাব				
এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন	৭৮	৮৪	৬৯	১০০*
এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি	৭৬	৮১	৬৮	৯৫*
এলাকার বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কার্যক্রম	৮৩	৭৯	৭২	৯৬
স্থানীয় জনসাধারণের বাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধি	৮৪	৭৫	৭৬	১০০
সামগ্রিকভাবে উপজেলাটি লাভবান হয়েছে	৯৫	৭৯	৮৪	১০০
দারিদ্র দূরীকরণে প্রভাব				
এলাকার যাতায়ত সুবিধার উন্নয়ন	৮৫	৮৩	৭৬	১০০
কমিউনিটিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বিকাশ	৫২	২৯	২৯	৯৮**
স্থানীয় জনসাধারণের মৎস্য আহরনের সুযোগ বৃদ্ধি	৬১	৮৬	৬৫	৯৯
স্থানীয় কমিউনিটির মাছ চাষের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি	৭৮	৫০	৫৫	৯৮
কৃষকদের জন্য সেচের পানি ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি	৫৬	৪৩	৩২	৯৮ প্রযোজ্য নয়
স্থানীয় কমিউনিটির বিদ্যুৎ সেবা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি	৬৭	৬৭	৬০	১০০
এলাকায় পর্যটন শিল্পের প্রসার	৬৪	৭৪	৫৮	১০০
সামাজিক প্রভাব				
নারীর ক্ষমতায়নের বিকাশ	৯৩	৮৭	৯২	৯৬
শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি	৯১	৭৮	৭৮	১০০
স্বাস্থ্য সেবা প্রপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি	৫৩	৬৯	৫৯	১০০ প্রযোজ্য নয়
কমিউনিটিতে স্যানিটেশন সেবার উন্নয়ন/সুযোগ বৃদ্ধি	৬৭	৩৯	৫২	১০০
সুপেয় পানি পানের সুযোগ বৃদ্ধি	৪০	২০	২৯	৯৮ প্রযোজ্য নয়
পরিবেশগত প্রভাব				
পরিবেশের উন্নয়ন	৭৫*	৩৩	২৮	১০০ প্রযোজ্য নয়
এলাকার জীব-বৈচিত্র্যের উন্নয়ন	৭৮	৮৩	৬৫	১০০*
মানুষের দুর্যোগ মোকাবেলা করার সক্ষমতা তৈরি	৭৭	৮৭	৭২	৯৮

প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে মতামত	অংশগ্রহণকারীদের মতামত (শতাংশে)			
	বিসিসিটিএফ	এডিপি	জলবায়ু পরিবর্তন	উন্নয়ন
	প্রকল্পের প্রভাব		কার্যক্রমের প্রভাব	
বন্যার ঝুঁকি হ্রাস	৭৮	৭৫	৬১	১০০*

তথ্যসুত্র: এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এর স্টেকহোল্ডার জরিপ ২০১৮। বি.দ্র: * সিগনিফিকেন্ট লেভেল যখন ১০%, ** সিগনিফিকেন্ট লেভেল যখন ৫%, ***সিগনিফিকেন্ট লেভেল যখন ১%। 'প্রযোজ্য নয়' বলতে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট করার জন্য পর্যাপ্ত উপাত্ত পাওয়া যায়নি।

সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব

সামাজিক প্রভাব বিবেচনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই বলে মনে করেন গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতারা। তাদের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামাজিক প্রভাবের পাঁচটি সূচক যথাক্রমে শিক্ষা সেবা, স্বাস্থ্য সেবা, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধায় বিশুদ্ধ খাবার পানির প্রাপ্যতার কোনটিতেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই।

জলবায়ু সহিষ্ণু সক্ষমতা তৈরি ও পরিবেশের ওপর প্রভাব

জলবায়ু সহিষ্ণু সক্ষমতা তৈরি ও পরিবেশের ওপর প্রভাব মূল্যায়নে মোট চারটি সূচকের বিশ্লেষণে দেখা যায়, পরিবেশ উন্নয়ন, জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ, দুর্যোগ মোকাবেলা ও বন্যার ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই।

ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসট্যান্স কমিটি (ডিএসি) মূল্যায়ন মানদন্ড

- গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতারা মনে করেন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহিত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলোর তুলনায় অধিকতর কার্যকর (উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রাপ্ত সুবিধা বিবেচনায়) এবং দক্ষ (ভালো ব্যবস্থাপনা বিবেচনায়)।
- এছাড়া অন্যান্য ডিএসি মানদন্ড, যেমন উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের সাথে প্রকল্পে কর্মকান্ডের সংগতি, নিদিষ্ট সময়ে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত হওয়া এবং টেকসই ইত্যাদি বিবেচনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলোর মধ্যে তেমন কোন ভিন্নতা পাওয়া যায় নি।

সারণী ২: প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন মানদণ্ডের ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের শতাংশ

মূল্যায়ন মানদণ্ড	কার্যক্রম অনুযায়ী		তহবিলের উৎস অনুযায়ী	
	বিসিসিটিএফ	এডিপি	জলবায়ু পরিবর্তন	উন্নয়ন
ডিএসি মানদণ্ড				
প্রাসঙ্গিকতা	৯৬	৯৮	৯৬	১০০
কার্যকরতা	৮৮	৯৭**	৮৭	১০০**
দক্ষতা	৬৪	৯৩***	৬৭	১০০**
সময়মত বাস্তবায়ন	৭০	৮২	৬৫	১০০**
প্রকল্প সুফলের স্থায়িত্বশীলতা	৭৫	৮৯	৭৫	৯০
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদন্ড				
আর্থিক স্বচ্ছতা	৮৬**	৫৭	৬২	১০০*
কাজের মানের গ্রহণযোগ্যতা	৬৩	৯৪***	৭২	৯০
সঠিক/কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপকারের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ	৮৭	৯২	৮৩	১০০**
স্থানীয় কমিউনিটির নিকট প্রকল্পের স্বচ্ছতা	৮০	৮৮	৭৩	১০০**
প্রকল্প কাজে স্থানীয়দের নিয়োগ প্রদান	৬১	৮৫*	৬৮	৮০

তথ্যসুত্রঃ এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এর স্টেকহোল্ডার জরিপ ২০১৮। বি.দ্রঃ * সিগনিফিকেন্ট লেভেল যখন ১০%, ** সিগনিফিকেন্ট লেভেল যখন ৫%, ***সিগনিফিকেন্ট লেভেল যখন ১%।

স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর অধিকাংশ মনে করেন, উন্নয়ন প্রকল্পের তুলনায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলো আর্থিক ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ হলেও সম্পাদিত কাজের মান গ্রহণযোগ্য নয়। এই পরস্পর সাংঘর্ষিক মতামতের দুটো কারণ হতে পারে। (ক) যদিও এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়নি, সেটা হলো প্রকল্প বাজেট এবং বরাদ্দ বিবেচনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহিত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর আকার বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলোর তুলনায় গড়ে প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি; (খ) বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলোর সমন্বয়, পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব রয়েছে।

উপসংহার

গবেষণায় দেখা যায়, প্রকল্পগুলোর উপকারভোগীসহ বিভিন্ন অংশীজনের মতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহিত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ অপেক্ষাকৃত (ক) বেশি কার্যকর, এবং (খ) বৈদেশিক সাহায্যের মূল্যায়নে ব্যবহৃত ডিএসি মানদন্ডের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ করা যায় যে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর অধীনে বাস্তবায়নরত বা পরিকল্পনাধীন নতুন প্রকল্পগুলো যদি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও তদারকি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তবে তা অধিকতর কার্যকর হতে পারে। অন্যদিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত অনেক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলসমূহে অধিকতর অভিগম্যতা অর্জনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহিত এই সকল জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলামূলক কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট এবং পৃথক করা গুরুত্বপূর্ণ।